সংবাদ

তারিখ 1 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

২ যুবকের কারাদণ্ড, ৭ জন বহিষ্কার

ভূঞাপুরে বাউবির এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খলা

প্রতিনিধি, গোপালপুর (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা ফলদা রামসুন্দর ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২০ জুলাই শুক্রবার সরজমিনে গিয়ে নানা অনিয়মের বিষয়টি চোখে পড়ে এ প্রতিনিধির। গত বছর এ কেন্দ্রটিতে এসএসসি পরীক্ষায় সরকারি সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ওমর আলী নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের পরীক্ষা দিতে দেখা যায়, যার সচিত্র প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার ধারাবাহিকতায় এ বৎসরও নানা অনিয়মের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে বাউবি আয়োজিত এসএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষা উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কেন্দ্রের চারদিকে জনসমাগম বন্ধের যথাযথ নির্দেশ থাকলেও মানা হয় না এখানে, সব পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার হলে যায়, প্রায়শই নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু হয় না, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দিয়েই কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করা হয়, পরীক্ষার হলে চলে চরম বিশৃঙ্খলা, হৈ চৈ এরকম নানা অভিযোগ ঐ কেন্দ্রটিতে। এর চেয়ে এবার অভিযোগ আরও গুরুতর। এ বছর শুধুমাত্র গণিত পরীক্ষার দিনেই লিখিত উত্তরপত্র উদ্ধার করা হয় ফলদা হিন্দুপাড়ার মোঃ শুকুর আলী ও দক্ষিণপাড়ার আবদুল বাছেদের বাড়ি হতে। অপরদিকে ইতিহাস পরীক্ষায় খোয়া যায় কমপক্ষে ৫টি উত্তরপত্র, যা আদৌ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ওই কেন্দ্রে জোরপূর্বক প্রবেশ, উত্তরপত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা ও পরীক্ষার কেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টির অপরাধে ২ যুবককে আটক করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ফলদা দক্ষিণপাড়ার মোঃ বারেক আলীর পুত্র নাজমুল (২০) ও একই গ্রামের মোঃ বাছেদ আলীর পুত্র আল আমীনকে (১৮) ৭ দিনের কারাদণ্ডাদেশ দেন। কেন্দ্র পরিচালনায় অদক্ষতা ও অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্র সচিব ফলদা রামসুন্দর ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাফর ইকবাল শাহীনকে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরীক্ষাকার্য থেকে অব্যাহতি পান আরও ২ শিক্ষক। কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলামের ওপর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ লিয়াকত আলী জানান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন নাজমুল নামক এক বহিরাগত কেন্দ্রে জোরপূর্বক প্রবেশ করে খাতা ছিনতাই এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া আল আমীন নামক এক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে গোলযোগ এবং উত্তরপত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। বিষয়সমূহ তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করি।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও সরকারি সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনন্দমোহন দে জানান, এত অনিয়মের মধ্যে পরীক্ষা হতে পারে না। আমার মতে পরীক্ষা বাতিল হওয়া দরকার। আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিবেদন দিয়েছি। আমার বিশ্বাস এখানে আগামী বৎসর থেকে আর কোন কেন্দ্র থাকবে না।